

১৪৩=



শিবপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মোহাঃ মাইকা খাতুন শ্রেণিঃ দশম

রোল নংঃ ১৯

রচনাঃ ব্যাক্সিগারে অফল হতে অংকুতি গ্রন্থ

মোবাইল নংঃ ০১৫৪৬০২৪৩৫২

১৪

ক্যারিয়ারে অফল হতে অংস্কৃতি চর্চাৰ গুৰুত্ব

ভূমিকা: মানুহৰ জীৱিকা অৰ্জনেৰ উপায় হিমেবে যে কাজ গ্ৰহণ কৰে তাকে জীৱনোপায় বা ক্যারিয়ার বুলি। এবং অংস্কৃতি হ'লো অমাজবদ্ধ মানুহেৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ পৰিচয়েৰ সুকলষে এটি উপায়। আদিম অমাজ থেকে শুরু কৰে বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত অভ্যতাৰ বিকাশ সাধনে অংস্কৃতিৰ যোজে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিকে অমাজে সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰাৰ জন্য অংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিহাৰ্য।

ক্যারিয়ারেৰ বৈশিষ্ট্য: ক্যারিয়ার বা জীৱনোপায় হ'লো কোনো ব্যক্তিৰ অগ্রগতি, পেছা কিংবা কৰ্মজীৱনে তাৰ উন্নতিৰ অন্ধান বা চাবিকাঠি-স্বৰূপ। মেমন - ব্যবসা, চাকৰি, চিকিৎসা বিদ্যা, কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষাবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা এগুলোৰ মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি মেটিকে তাৰ জীৱনে অগ্রগতিৰ অন্ধান হিমেবে গ্ৰহণ কৰে, মেটিই তাৰ জীৱনোপায় বা ক্যারিয়ার বিবেচিত হ'বে।

* ই. বি. ফিলিপ্পো (E. B. Filippo) এর মতে,
 “ক্যারিয়ারকে একটি পৃথক অথচ সমন্বিত
 কাজের অনুক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা
 যায়, যা একজনের জীবনকে ধারাবাহিকতা,
 ক্ষুধার্ততার পাশাপাশি গুরুত্ববহ করে তোলে।”

(A career can be defined as a sequence
 of separate but related work activities
 that provides continuity, order and
 meaning in a person's life)

ক্যারিয়ারের গুণাগুণ : ক্যারিয়ার শুরুর চাকরি বা
 ব্যবসায় করা মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চাকরি
 বা ব্যবসায় শুরুর আগে উল্লান্টিয়ারিং,
 নেটওয়ার্কিং পাঠ - টাইম ডুব, ইন্টারনশীপ,
 প্রজেক্ট, ফ্রী কন্ট্রাক্টের আড্ডিও, কনটেন্ট
 ক্রিয়েশন বা সোশ্যাল মন্টাইজেশন অবই
 ক্যারিয়ারের অংশ হতে পারে।

“অর্জন এবং সফল্য এর মধ্যে বিকাশ একটি
 পার্থক্য রয়েছে। অনেকে সবকিছু অর্জন
 করেছে। তারা তাদের সামাজিক পরিচিতি
 পেয়েছে, উচ্চ - পদসম্মান্য চাকরি নিশ্চিত
 করেছে, ক্যারিয়ার পরবর্তী চাওয়া কে

পাওয়াতে রূপান্তর করেছে, জীর্ষমানীয় বেতন
এবং ভোলা আয় নিশ্চিত করেছে। এই
গুলি স্বানদন্তের বোঝা কয়েকটি উদাহরণ
যার দ্বারা সমাজের অনেকেই স্বফল
ক্যারিয়ারকে বুঝায়। কিন্তু এইগুলি ডিগ্রী,
পদস্বাম্যাদা, আকস্মিক ক্যারিয়ার এবং
ভোলা আয় ক্ষুদ্র "অর্জুন" কে প্রকাশ করে।
এখানে সমস্যা হলো "অর্জুন" একা একা
কখনও "সফল ক্যারিয়ার" হতে পারে না।
ক্যারিয়ার সফল তখনই হয় যখন আপনার
আর্থিক স্বচ্ছতা এবং কাজের উপভোগ্যতা
একসাথে মিলিত হয় এবং আপনি উপলব্ধি
করেন যে আপনি আপনার জীবন এবং
আপনার কাজ ও কর্মজীবন নিয়ে তৃপ্ত।"

ক্যারিয়ার এক একজন মানুষের কাছে এক
এক রকম। ক্যারিয়ার এর সংজ্ঞা অষ্টল
দক্ষ, শ্রেনী, জাতি, সমাজ এবং সুচি বা
ব্যক্তিত্ব ভেদে আলাদা হতে পারে। তবে
সমাজের সাথে ক্যারিয়ারের বিশেষ একটি
সম্পর্ক রয়েছে। **ক্যারিয়ার ও অং সৃষ্টি**
ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংস্কৃতি : সংস্কৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হলো (Culture),
 যা ল্যাটিন শব্দ (Cultura) থেকে এসেছে।
 প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় হলো বৃক্ষ। বৃক্ষ
 শব্দটি কষন বা চাষ করা অর্থে ব্যবহৃত
 হয়। তাই শব্দটি অর্থে সংস্কৃতি হলো নির্দিষ্ট
 চর্চা।

চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত মানব গুণ। অন্যভাবে বলা
 যায় কোন সমাজের সংস্কৃতি হলো ঐ সমাজের
 জীবনমাত্রা প্রণালি। মূলত এটি হলো সমাজিক
 দৃষ্টি। মোট কথা মানুষ তার অস্তিত্ব বজায়
 রাখতে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই তার সংস্কৃতি।
 মানুষের আচার- আচরণ, মূল্যবোধ, শিক্ষা
 বিচার- বুদ্ধি, নীতিনীতি, আচার- অনুষ্ঠান
 ইত্যাদির সম্মিলিত রূপই হলো সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির প্রকারভেদ : সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ
 করা হয় থাকে। যেমন:- বস্তুগত সংস্কৃতি, ও অবস্তুগত
 সংস্কৃতি। সরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎসাদন
 শাখার এসব হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি। অবস্তুগত
 সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যক্তির দায়িত্ব, জ্ঞান, চিন্তা-
 ভাবনা, আচার- আচরণ, ব্যবহার, বিশ্বাস, ধ্যান-
 ধারণা অঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যঃ সংস্কৃতি কোনো সমাজের বাস্তু, পরিচিতি এবং তার সামগ্রিক রূপ। সমাজের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ হিসেবে সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম। তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোতে তিনতা লক্ষ্য করা যায়।

১। পদবীর পৃষ্ঠাগুলোতে আমি ব্যাবহার নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমি আমার ব্যাবহার নিয়ে আলোচনা করব।

আমার ব্যাবহারঃ ব্যাবহার হচ্ছে আমার কাম্বিত কাম্ব ও কর্মজীবন যা আমাকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছতা দিবে, আমার সকল প্রয়োজন মেটাতে। আমার জীবনের একটি বিশেষ অংশ যা আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একটি ক্ষেত্র তৈরি করে, দক্ষ করে গড়ে তোলে এবং সেই দক্ষতার কারণে আমার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে আমার পরিচয় তৈরি করে, সেই সাথে সমাজে একটি সমাজজনক অবস্থান তৈরি করে দিবে। আর আমি আমার ব্যাবহারে বা জীবনে চলার পথে নিজের উপর বিশ্বাস রাখি অন্য কারো উপর নয়।

* ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালান্দার একটি প্রবাদে
বর্ণিত আছে যে,

পাখি বন্ধনো ডাল ভেঙে
পড়ে যাওয়ার ভয় করে না
কারণ তার বিশ্বাস!
ডালের উপর নয়
ডালার উপর,
তাই জীবনে চলার পথে
নিজের উপর বিশ্বাস রাখো
অন্যের উপর নয়...

উপসংহারঃ মানুষ জীবিকা অর্জনের উপায়

হিসেবে যে কাজ গ্রহণ করে তাকে জীবনোপায়
বা ক্যারিয়ার বলে। আবার মানুষের আচার-
আচরণ, মূল্যবোধ, শিক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, স্বাধীনতা,
নৈতিকতা ইত্যাদির স্বর্জিত রূপেই হলো
অংকুশ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন
ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তিক
তেমনি ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অংকুশের
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ একজন
মানুষের জীবনে ক্যারিয়ার ও অংকুশের গুরুত্ব
শ্রাব্য প্রমাণ।